বি নি য়ো গ কৌ শ লে র আ দ র্শ প ত্রি কা

সিন্ধুক দর্শন

০২|জুলাই সংখ্যা|২০২০|₹ ৫:০০

WWW.SINDHUK.COM

ভ্যালু ইনভেস্টিংয়ের 5 টি গুরুত্বপূর্ণ মন্ত্রঃ-

কোন মহামারী চলাকালীন আপনার কি সঞ্চয় বা বিনিয়োগ করা উচিত?

আর্থিক পরিকল্পনা শুরুর একটি প্রাথমিক গাইড

ভ্যালু ইনভেস্টিংয়ের 5 টি গুরুত্বপূর্ণ মন্ত্র:-

শর্ট টার্ম ট্রেডাররা প্রায়শই তাদের লসে চলা ট্রেডিংকে – " বিনিয়োগ " বলে উল্লেখ করে থাকেন – কারণ তাদের ট্রেডিংয়ের লস কাটার শৃঙ্খলার অভাব রয়েছে | শেয়ার বাজারে ট্রেডিং করতে এসে লোকেরা যে ভুল করে এটি সেগুলির মধ্যে অন্যতম | সুতরাং ট্রেডিংয়ের শৃঙ্খলা মেনে চলা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ | শর্ট টার্মে লেভার আসার করা কোনো ট্রেডিং লসে চলতে শুরু করলে সেটিকে বিনিয়োগ হিসাবে ধরা / বিবেচনা করা মোটেও দীর্ঘমেয়াদী বিনিয়োগের উপযুক্ত উপায় নয় |কোথায় বিনিয়োগ করবেন, কীভাবে বিনিয়োগ করবেন, কখন বিনিয়োগ করবেন তা শিখতে চান?

দীর্ঘমেয়াদী বিনিয়োগ করার আগে একজন বিনিয়োগকারীকে কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ পয়েন্ট অবশ্যই মনে রাখতে হবে:

১. পাওয়ার অফ কম্পাউন্ডিং

ওয়ারেন বাফেট, চার্লি মুঙ্গার, রাকেশ ঝুনঝুনওয়ালা ইত্যাদি বিনিয়োগকারীরা সবসময় দীর্ঘমেয়াদী বিনিয়োগে বিশ্বাস করেন কারণ তারা চক্রবৃদ্ধির শক্তি (পাওয়া র অফ কম্পাউন্ডিং) বোঝেন। দীর্ঘমেয়াদী সময়ের ফ্রেমে থাকা ইক্যুইটিগুলি সর্বদা বিস্তৃত সম্পদ শ্রেণীতে বিস্তৃত হয় । ওয়ারেন বাফেট – এই রকম মনে করেন |

যদি আপনি ১০ বছরের জন্য স্টকের মালিকানা নিয়ে ভাবনা চিন্তা না করে থাকেন , তবে ১০ মিনিটের জন্য এটির মালিকানা নিয়ে ভাবেন না – ওয়ারেন বাফেট।

চক্রবৃদ্ধির (কম্পাউন্ডিংয়ের) সুবিধা দীর্ঘমেয়াদী বিনিয়োগের জন্য খুব ভাল কাজ করে। ধরা যাক যে কেউ যদি আজ ১ টাকা বিনিয়োগ করেছে বার্ষিক ২০% হারে | ১৫ বছরের মধ্যে ১৫.৪১ টাকা , ২০ বছরে ৩৮.৩৪ টাকা এবং ২৫ বছরে ৯৫ .৪০ টাকা আমরা হতে দেখবো । আমরা পরিষ্কারভাবে দেখতে পারছি যে বছরের সংখ্যা যত বৃদ্ধি পাবে – কম্পাউন্ড ইন্টারেস্টের ফলাফল ততইই বৃদ্ধি পেতে থাকবে |

২ . নিরাপত্তার একটি প্রান্ত থাকা উচিত

আপনি যা যা কিনুন সে ক্ষেত্রে সর্বদা সুরক্ষার একটি মার্জিন থাকা উচিত কারণ এটি ঝুঁকি হ্রাস করে এবং ভবিষ্যতে কোনও অপ্রত্যাশিত নেতিবাচক ঘটনার ক্ষেত্রে আপনাকে একটি কুশন / সাপোর্ট দেয়।
একটি স্বচ্ছ / সুন্দর কোম্পানিকে দুর্দান্ত দামে কেনার থেকে একটি দুর্দান্ত কোম্পানিকে স্বচ্ছ / সুন্দর দামে কেনা ভালো – ওয়ারেন বাফেট |
সুতরাং, সুরক্ষার মার্জিন পাওয়ার জন্য সর্বদা এটির ইন্ট্রিন্সিক মানের নীচে স্টক কেনা বাঞ্ছনীয়। এমনকি সেরা ব্যবসাকেও একটি বিশাল প্রিমিয়ামে কিনলে খারাপ বিনিয়োগ হতে পারে।

৩. আপনি যে ব্যবসায়টি বুঝেন তাতে বিনিয়োগ করুন অর্থাত্ এটি আপনার দক্ষতার বৃত্তে থাকা উচিত

সহজ এবং সহজে বোঝা যায় এমন কোনও ব্যবসায় বিনিয়োগ করা খুব গুরুত্বপূর্ণ।ব্যবসাটিকে ভালো ভাবে বুঝতে পারলে তার পথে বাধা , সমস্যা সনাক্ত করণে আপনাকে সাহায্য করবে | সুতরাং লস হওয়ার সম্ভাবনা হ্রাস পাবে যা বিনিয়োগের একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ দিক – ওয়ারেন বাফেট |

নিয়ম নং ১: কখনও অর্থ হারাবেন না; নিয়ম নং ২ : কখনো ১ নং নিয়মকে ভুলবে না |

৪. একটি সুরক্ষিত সংস্থার সন্ধান করুন

সর্বদা কিছুটা সুরক্ষিত একটু বিশেষ বৈশিষ্ট সম্পন্ন সংস্থাগুলিতে বিনিয়োগের চেষ্টা করুন | কিছুটা প্রতিযোগিতামূলক সুবিধা নিয়ে বিনিয়োগ করার চেষ্টা করুন যা মার্কেটে অন্য কোম্পানির এন্ট্রি , ব্র্যান্ডের নাম, মূল্য শক্তি ইত্যাদির সামনে অন্তরায় হতে পারে |
 কোলগেট, পিডিলাইট, অজন্তা ফার্মা, কাইটেক্স গার্মেন্টস, পেজ ইন্ডাস্ট্রি ইত্যাদির মতো সংস্থাগুলি ইন্ডিয়ান স্টক এক্সচেঞ্জে তালিকাভুক্ত এমন শঙ্কার সংস্থাগুলির মধ্যে রয়েছে।

৫ . নগদ অর্থ মজুদ রাখা

হাতে নগদ অর্থ রাখা বিনিয়োগের একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ দিক কারণ ইক্যুইটি বাজারে উচ্চ অস্থিরতার কারণে, এমন অনেক সময় আসে যখন স্টক অনেক কম মূল্যে পাওয়া যায়।

একটি খুব বিখ্যাত উক্তি আছে-
মার্কেটের পতনে কিনুন , এই পতনে আপনার নিজের পোর্টফোলিওর ক্ষতি হয়ে থাকলেও কিনুন|

সুতরাং এই সময়ে কেনার জন্য, আপনার সাথে নগদ থাকা খুব জরুরি।

আমরা আশা করি যে উপরের লেখাগুলি আপনাকে ভ্যালু ইনভেস্টিংয়ের 5 টি গুরুত্বপূর্ণ মন্ত্র সম্পর্কে একটি সংক্ষিপ্ত ধারণা পেতে সহায়তা করেছে।

কোনও বিখ্যাত বিনিয়োগকারীর বিনিয়োগ শৈলীর অনুকরণের পরিবর্তে আপনার নিজের ভ্যালু ইনভেস্টিংয়ের স্টাইলটির বিকাশ করা উচিত।

কোন মহামারী চলাকালীন আপনার কি সঞ্চয় বা বিনিয়োগ করা উচিত?

সারমর্ম:

- অর্থ সাশ্রয় করা এই সময়ে খুব প্রয়োজন।
- এমত পরিস্থিতিতে শেয়ারবাজারে বিনিয়োগ দীর্ঘমেয়াদে আপনার উপকারে আসবে|
- আমরা বৈশ্বিক মন্দা পরিস্থিতির মধ্যে দিয়ে চলেছি , তবে এটি শীঘ্রই অতিক্রম করা সম্ভব হবে |
- লকডাউনের সময় আপনি কীভাবে সঞ্চয় এবং বিনিয়োগ সম্পর্কে শিখতে পারবেন |
- এটিকে কি শেয়ার মার্কেটে বিনিয়োগের আদর্শ সময় হিসাবে বিবেচনা করা যায় |

লকডাউন চলার সময় আমরা নতুন পরিস্থিতির সামনে পড়েছি এবং দীর্ঘদিন ধরে প্রায় গৃহবন্দী জীবন কাটাচ্ছি | বিভিন্ন মিডিয়াতে বিশ্বকে মহামারী আক্রান্ত সংক্রান্ত পসিটিভ এবং নেগেটিভ খবরের সাথে দেখতে পারছি বিশ্ব অর্থনীতি কেটে যাওয়া ঘুড়ির মতো গোত্তা খেতে চলেছে যা ফল স্বরূপ ভাবে স্টক মার্কেটেও পরিষ্কার ভাবে প্রভাব ফেলেছে |

গত কয়েকমাসে বিশ্ব অর্থনীতির সকল বাজার নতুন লো বানিয়েছে |

যেহেতু সমগ্র বিশ্ব এই রোগের সাথে লড়াই করার চেষ্টা করে চলেছে এবং সামগ্রিক ভীতির কারণে , বিশ্ব অর্থনীতির ভবিষ্যত বর্তমানে অত্যন্ত অনিশ্চিত এবং অস্থিতিশীল।

এটিকে মাথায় রেখে, এই পরিস্থিতিতে আমাদের মনে একটি অপরিহার্য প্রশ্ন আসে – এই মহামারী চলাকালীন আমাদের কি সঞ্চয় করা উচিত, নাকি বিনিয়োগের বিষয়ে চিন্তা করা উচিত ?

সুতরাং, বর্তমান পরিস্থিতির দিকে তাকিয়ে আমাদের কী করা উচিত?

এই মহামারী চলাকালীন আমরা কীভাবে বিনিয়োগ করব ?

বারবার, ভারত বৈশ্বিক মন্দার মুখোমুখি হয়েছে এবং সেগুলি থেকে সফলতার সাথে সব বাধা অতিক্রম করে উঠেছে।

এখন, আমরা যেমন এই রকমই একটি পরিস্থিতির মুখোমুখি হয়েছি, যা বিশ্ব মন্দা ডেকে আনবে বলে আশঙ্কা করা হচ্ছে | অতীতের সকল কিছু বিচার করে আমাদের অবশ্যই মনে রাখতে হবে যে এই পরিস্থিতিও একদিন শেষ হয়ে যাবে এবং সব কিছু আবার নিজ রাস্তায় মসৃণতা ফায়ার পাবে সময়ের সাথে তাল মিলিয়ে |

ভবিষ্যতের আশার আলোর দিকে তাকিয়ে এটিও মনে রাখতে হবে যে – বাজারের বর্তমান পরিস্থিতি অস্থিতিশীল বিনিয়োগের পূর্বে এই বিষয়টিকে বিবেচনা করতে হবে |

ভারত এবং অন্যান্য কিছু দেশের স্টক / অর্থনৈতিক মার্কেটে আশাপ্রদ পুনরুদ্ধার না দেখা যাওয়া পর্যন্ত বিশ্বের বাজারগুলি এই মহামারীর পরিণতির মুখোমুখি হয়ে লড়াই চালিয়ে যাওয়া সমীচীন |

অধিকন্তু, কিছু সেক্টর রয়েছে যা মহামারী এবং এর পরে এবং লোকসান বা লাভ অর্জন করবে |

আপনি যদি যে কোনও ক্ষেত্রে / সেক্টরে বিনিয়োগের পরিকল্পনা করছেন তবে উপরের বর্ণিত ব্লগটি একবার দেখুন।

এই মহামারী চলাকালীন আমরা যদি সময়ের চেষ্টা করি?

আমরা সকলেই একটি সংকটের মুখোমুখি হয়ে দাঁড়িয়ে আছি যদি এই বিবেচনা করা হয় ,তাহলে এখনকার জন্য অর্থ সাশ্রয় করা ভাল – যা আমাদের প্রাথমিক প্রয়োজনীয়তা রক্ষা এবং কঠিন সময়ে চিকিৎসা ক্ষেত্রে সাহায্য করতে পারবে |

যেমনটি আমরা আগেই বলেছি, যে কোনও বিনিয়োগের সিদ্ধান্ত যেখানে আপনি ভবিষ্যতের ধন – সম্পদের বিষয়ে প্রত্যাশা করছেন সুতরাং যেহেতু আর্থিক বাজারের ভবিষ্যৎ স্থিতিশীল নয় তাই এই জাতীয় বড়ো বিনিয়োগের সিদ্ধান্ত নেওয়া উপযুক্ত হবে না | যদি আপনি বেশি রিস্ক নিতে সমর্থ হয়ে থাকেন তাহলে বিনিয়োগের চিন্তা করতে পারেন উপযুক্ত স্ট্রাটেজি অনুসরণ করার মাধ্যমে |

আমাদের মধ্যে বেশিরভাগ মানুষ আর্থিক বিষয়গুলির থেকে রিস্ক কমানোর তাগিদে স্টক মার্কেট এড়িয়ে চলতে পছন্দ করি এবং আমাদের অর্থ বিভিন্ন সঞ্চয়ী স্কিমগুলিতে লগ্নি করে থাকি | স্টক মার্কেট অপেক্ষা বিনিয়োগ ক্যাপিটালের সুরক্ষা বেশি প্রদান করলেও বেশি রিটার্ন দিতে সমর্থ হয় না |

অর্থনীতির মন্দার কারণে, সরকার এই প্রকল্পগুলির সুদের হার কমিয়েছে যা আমানতকারীদের নিরুত্সাহিত করেছে ।

সুতরাং, এই মুহূর্তে, জরুরি অবস্থার দিকে তাকিয়ে আপনার সকল সঞ্চয়কে আলাদা করে রাখা উচিত |

যেমনটি আমরা উপরে উল্লিখিত পয়েন্টগুলি থেকে দেখেছি, এটি স্পষ্ট যে বাজারের বর্তমান পরিস্থিতিতে বিনিয়োগ করা বেশ কঠিন।
এই বাজার পরিস্থিতি মুনাফা অর্জনের জন্য সরাসরি বিনিয়োগের পরিবর্তে শেখার এবং অন্তঃকরণের সময়।

আপনি যদি SIP-র মাধ্যমে বাজারে বিনিয়োগ করছেন তবে আপনার সেগুলি আটকে রাখা / বন্ধ করা উচিত নয়, তবে অন্য কোনও বড় বিনিয়োগের সিদ্ধান্ত সাবধানতার সাথে নেওয়া জরুরি | যদি বর্তমান পরিস্থিতির দিকে তাকিয়ে আপনার যদি আরও তরল সম্পদের প্রয়োজন হয় তবে বিনিয়গের সিদ্ধান্ত এড়ানো উচিত।

লকডাউন পরিস্থিতিতে আমরা আমাদের বাড়ির সুরক্ষায় থাকলেও আমরা কেউ অস্বীকার করতে পারি না যে আমরা জরুরি অবস্থায় জীবনযাপন করছি না ।

পরিস্থিতি যাই হোক না কেন, অর্থ সাশ্রয় করা আমাদের কঠিন সময়গুলিকে সর্বদা সাপোর্ট দিয়েছে। এবং দীর্ঘমেয়াদে, বিনিয়োগ সর্বদা যে কোনও মহামারী পরিস্থিতি পুনরুদ্ধারে সহায়তা করবে।

আপনি যদি শেয়ার বাজার বা ওয়েলথ ক্রিয়েশন সম্পর্কে জানতে আগ্রহী হন তবে আপনি সর্বদা আমাদের পোর্টাল WWW.SINDHUK.COM দেখতে পারেন।

বর্তমান পরিস্থিতিতে আপনি কি করতে চাইবেন – সঞ্চয় নাকি বিনিয়োগ – আমাদের জানান |

আর্থিক পরিকল্পনা শুরুর একটি প্রাথমিক গাইড

সারমর্ম :

- যারা প্রথম অর্থিক পরিকল্পনা শুরু করছেন বিষয়টি তাদের আর্থিক লোক্যে পৌঁছানের – প্ল্যান – অফ অ্যাকশন |
- কোনও আর্থিক পরিকল্পনাই উপযুক্ত দিকনির্দেশনা ছাড়া কার্যকর হতে পারে না।
- একটি কার্যকর আর্থিক পরিকল্পনা হ'ল সেটি – যা আপনাকে আপনার সম্পদকে জানতে সাহায্য করবে ও তার সাথে পরিচালনা এবং বৃদ্ধি করতে সহায়তা করে।
- যেকোন প্রয়াসে সাফল্য অর্জনের জন্য পরিকল্পনা হ'ল সর্বোত্তম পথ এবং অর্থ পরিচালনার ক্ষেত্রেও এটি সমান ভাবে প্রযোজ্য |
- যারা প্রথম ফিনান্সিয়াল প্ল্যানিং / আর্থিক পরিকল্পনা শুরু করছেন তাদের প্ল্যান অফ অ্যাকশনের সাথে সুরক্ষার বিষয়ের গুরুত্ব জড়িয়ে |

ফিনান্সিয়াল প্লানিংয়ের শিক্ষানবিস হিসাবে, আপনাকে অবশ্যই কোনও দিকনির্দেশনার সাথে তার পরিকল্পনার গুরুত্ব বুঝতে হবে।

প্রকৃত দিকনির্দেশ সহ একটি পরিকল্পনা আপনাকে পরিকল্পনার কোনও ভুল ছাড়াই আপনার সম্পদকে জানতে/ বুঝতে , পরিচালনা এবং বৃদ্ধি করতে সহায়তা করবে।

সহজ কথায় বলতে গেলে, আপনার কার্যকর আর্থিক পরিকল্পনাটি একটি দীর্ঘমেয়াদী কাঠামো হওয়া উচিত যা –

১. আপনার আর্থিক পরিস্থিতির সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ হয়;

২. আপনার বর্তমান প্রয়োজনের জন্য আপনার সম্পদ পরিচালনা করে; এবং

৩. আপনাকে সুরক্ষিত ভবিষ্যত দেওয়ার জন্য আপনার সম্পদ বৃদ্ধি করে।

এই পর্যায়গুলি অনুসরণ করলে নতুনদের জন্য আরও ভাল আর্থিক পরিকল্পনা তৈরিতে সহায়তা করবে।

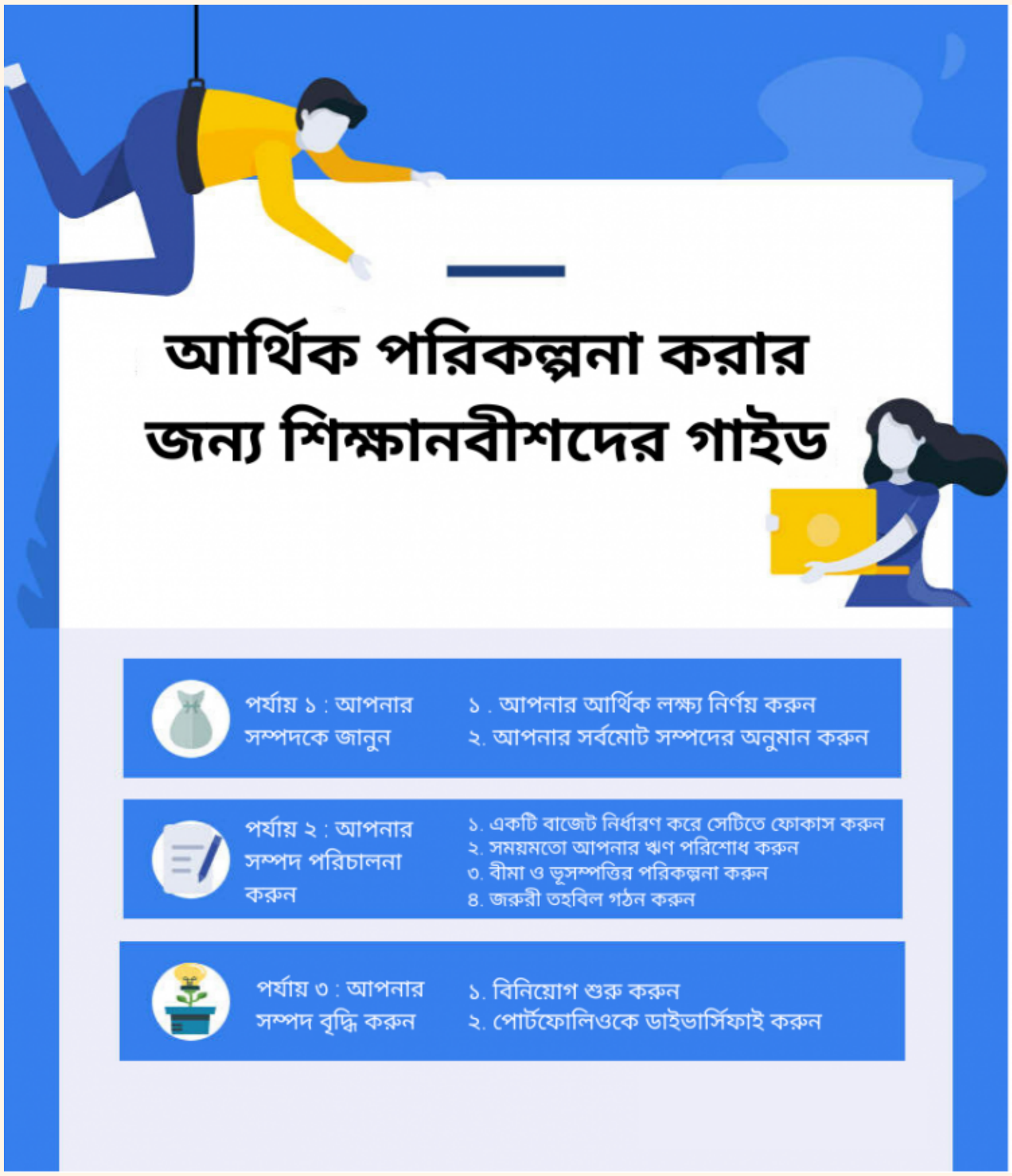

পর্যায় ১ : আপনার সম্পদকে জানুন:

যে জিনিস সম্পর্কে আপনার জ্ঞান ও বোঝাপড়া কম সেই বিষয়ে আপনি কখনোই পরিকল্পনা করতে পটু হবেনা না |

আমাদের আর্থিক অবস্থাটির সম্পর্কে বোঝা আমাদের প্রয়োজন – পরিকল্পনার সাথে আর্থিক অবস্থার সামঞ্জস্য রয়েছে কিনা সেটা বোঝা সত্যিই অপরিহার্য্য|

আসুন আমরা এমন কিছু পদক্ষেপ সম্পর্কে কথা বলি যা আপনি অনুসরণ করতে পারেন।

১ . আপনার আর্থিক লক্ষ্য নির্ণয় করুন:

আপনি কখন অবসর নিতে চান? আগামী ৩ থেকে ৫ বছরের মধ্যে কি একটি বাড়ি কেনার পরিকল্পনা রয়েছে ?
আপনার আর্থিক উদ্দেশ্যগুলির অবশ্যই আপনার হয়ে এই জাতীয় প্রশ্নের উত্তর দিতে পারা | উদ্দেশ্য ছাড়া আপনার আর্থিক পরিকল্পনা কিন্তু দিশাহীন মনে হবে।

আর কী, আপনার উদ্দেশ্যগুলি আপনাকে এমন একটি পথ নির্ধারণ করতে সহায়তা করবে যা আপনি আপনার অর্থ দিয়ে যা কিছু করেন তাতে সন্তুষ্টি অর্জনে সহায়তা করে।

২. আপনার সর্বমোট সম্পদের অনুমান করুন :

যদি উদ্দেশ্যগুলি দিকনির্দেশনা হয় তবে নিট মূল্য হ'ল বেঞ্চমার্ক যার মাধ্যমে আপনি আপনার পরিকল্পনার সাফল্য পরিমাপ করবেন।আপনার পরিকল্পনার প্রতিটি পদক্ষেপ প্রত্যক্ষ বা অপ্রত্যক্ষভাবে আপনার নিজের সম্পদের সামগ্রিক সামগ্রিক উন্নতির দিকে হওয়া উচিত।
সাধারণ ভাবে বলতে গেলে – নেট ওয়ার্থ (সামগ্রিক মূল্য) হলো = (আপনার সমগ্র সম্পদ – সমগ্র লায়েবিলিটি) অর্থের সমগ্র সম্পদের থেকে সামগ্রিক লাইবিলিটির বিয়োগফল |

পদক্ষেপ 1: আপনার সমস্ত সম্পদের একটি তালিকা তৈরি করুন – নগদ এবং ব্যাংক ব্যালেন্স, বিনিয়োগ (বাজার মূল্যে), ইত্যাদি |

পদক্ষেপ 2: ক্রেডিট কার্ড সহ সকল দায়বদ্ধতার তালিকা তৈরী করুন |

পদক্ষেপ 3: মোট সম্পদ থেকে মোট দায় কেটে; বাকি পরিমাণ আপনার নেট মূল্য।

|| প্রস্তাবিত ব্লগ লিংক : বিভিন্ন আর্থিক লক্ষ্যের জন্য কত এবং কোথায় সংরক্ষণ করতে হবে তা জানুন

প্রতিবার আপনি যখন পরিকল্পনা করবেন তখন নিশ্চিত হয়ে নিন যেন আপনার সম্পদগুলি সর্বদা আপনার দায়বদ্ধতার চেয়ে বেশি থাকে |

কোনো সিদ্ধান্ত গ্রহণের পূর্বে অবশ্যই নিশ্চিত হয়ে নিন কারণ – নেট মূল্যের ওপর যে কোনো ধরণের প্রভাব আপনার দায়িত্ব |

পর্যায় ২ : আপনার সম্পদ পরিচালনা করুন :

এখন আপনি নিজের আর্থিক অবস্থা বুঝতে পেরেছেন, এখন আপনার সম্পদ পরিচালনার জন্য কিছু সক্রিয় পদক্ষেপ নেওয়ার সময় এসেছে। এটি শুরুর জন্য আর্থিক পরিকল্পনার প্রক্রিয়াতে দ্বিতীয় ধাপ হিসাবে কাজ করে।
নিম্নলিখিত কিছু পদক্ষেপ আপনি গ্রহণ করতে পারেন –

১. একটি বাজেট নির্ধারণ করে সেটিতে ফোকাস করুন :

মাসিক বাজেট ব্যবহার করা আপনার ব্যয় নিয়ন্ত্রণের সবচেয়ে কার্যকর উপায়।

বিভিন্ন থাম্ব-রুলসের মাধ্যমে, আপনি বিভিন্ন লক্ষ্য সঞ্চয় করতে পারেন এবং সমস্ত অপ্রয়োজনীয় ব্যয় হ্রাস করতে পারেন। আপনি বাজেট বজায় রাখতে পারেন এমন অনেকগুলি উপায় রয়েছে।

আপনি পুরানো পন্থা অনুসরণ করে খাতায় কলমে হিসাব রাখতে পারেন অথবা আধুনিক কিছু মোবাইল অ্যাপ্লিকেশনগুলি ব্যবহার করতে পারেন যা স্বয়ংক্রিয়ভাবে আপনার ব্যয় ট্র্যাক রেকর্ড করে।

|| আরও পড়ুন: আপনার মাসিক বাজেটের পরিকল্পনার একটি সম্পূর্ণ গাইড

যাইহোক, কোন পদ্ধতি যাই হোক না কেন, আপনার বাজেটটি নমনীয় এবং অভিযোজনযোগ্য করতে অবশ্যই আপনাকে অবশ্যই মনে রাখতে হবে, যাতে আপনি এটিকে সহজে অনুসরণ করতে পারেন।

২. সময়মতো আপনার ঋণ পরিশোধ করুন :

ঋণ হলো একটি বোঝা যদি আপনি নিয়মিত পরিশোধ না করে থাকেন জরিমানা প্রদান থেকে ক্রেডিট স্কোর হ্রাস পর্যন্ত ঋণ কে অগ্রাধিকার না দেওয়ার অনেকগুলি অসুবিধা রয়েছে।

অতএব, এটি প্রয়োজনীয় যে আপনি একটি বিস্তারিত পরিকল্পনা তৈরি করুন যা আপনাকে যত তাড়াতাড়ি সম্ভব ঋণের থেকে মুক্ত করার দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ করে।

আপনি আপনার বাজেটের মাধ্যমে ঋণ কেও অগ্রাধিকার দিতে পারেন, বা আপনি ঋণ পরিশোধের কৌশলগুলিও ব্যবহার করতে পারেন।

৩. বীমা ও ভূসম্পত্তির পরিকল্পনা করুন :

এই উপাদানগুলি প্রায়শই উপেক্ষা করা হয় কারণ তাদের কোনও তাত্ক্ষণিক সুবিধা নেই।

তবে, জীবনের অনিশ্চয়তা বিবেচনা করে, বীমা এবং এস্টেট পরিকল্পনা উভয়ই কার্যকর আর্থিক পরিকল্পনায় অবদান রাখে।বীমা একটি সম্ভাব্য ইভেন্টের কারণে ক্ষতি থেকে সুরক্ষা।

সর্বোত্তম সুরক্ষার জন্য, আমাদের অবশ্যই জীবন এবং স্বাস্থ্য বীমা পরিকল্পনা উভয়ই বিবেচনা করতে হবে।অন্যদিকে, ভূসম্পত্তির পরিকল্পনা আপনার পরবর্তীতে আপনার প্রিয়জনের কাছে আপনার সম্পত্তি হস্তান্তর করতে সহায়তা করে।

এই প্রক্রিয়াটির সাথে জড়িত আইনগুলির জ্ঞান প্রয়োজন, সুতরাং পরিবর্তে আপনাকে গাইড করার জন্য আপনি পরামর্শদাতার সহায়তা নিতে পারেন।

৪. জরুরী তহবিল গঠন করুন :

হাসপাতালের ব্যয় এবং চাকরির ক্ষতির মতো জরুরী অবস্থাগুলি আমাদের অর্থের প্রচুর ক্ষতি করতে পারে।

নিজেকে অ পরিবারকে রক্ষার জন্য, আমাদের জরুরী তহবিল বজায় রাখতে হবে, যা কমপক্ষে আমাদের ৩ -৪ মাসের বেতন / আয়ের সমসাময়িক |

৬ মাসের আয়ের সমসাময়িক এমার্জেন্সি ফান্ডকে উপযুক্ত ধরা হয়ে থাকে |

জরুরী তহবিল তৈরি করতে, আমাদেরকে –সেভিংস অ্যাকাউন্টে নিয়মিত প্রচুর অর্থের যোগান বজায় রাখতে হবে ;

অথবাস্বল্প-মেয়াদী লিকুইড তহবিলের মতো বিনিয়োগের উপায়গুলি ব্যবহার করতে হবে ।

পর্যায় ৩ : আপনার সম্পদ বৃদ্ধি করুন:

অবশেষে, আসুন আমরা শেয়ার বাজারের সহায়তায় আর্থিক সুরক্ষিত ভবিষ্যত গড়ার জন্য কিছু পদক্ষেপ গ্রহণ করি।

১. বিনিয়োগ শুরু করুন :

আমরা জানি যে যত সময় অতিবাহিত হচ্ছে মুদ্রাস্ফীতি সহ অন্যান্য বিবিহারপযোগী জিনিসগুলি আরও ব্যয়বহুল হতে চলেছে।

আমাদের সম্পদ বৃদ্ধি এবং মুদ্রাস্ফীতি কে যাতে হারাতে পারে তাই আমাদের যত তাড়াতাড়ি সম্ভব বিনিয়োগ শুরু করতে হবে।

বিনিয়োগও আমাদের পাওয়ার অফ কম্পাউন্ডিং এর সুবিধা পেতে সহায়তা করে।এর অর্থ হ’ল, আমরা যত আগে বিনিয়োগ শুরু করি, আমাদের লক্ষ্য অর্জনের জন্য আমাদের কম অর্থ বিনিয়োগ করতে হবে।

২. পোর্টফোলিওকে ডাইভার্সিফাই করুন :

একজন বিনিয়োগকারী হিসাবে আপনার সম্পদকে বৈচিত্র্যযুক্ত করা আপনার পক্ষে প্রয়োজনীয়।
বিবিধকরণের অর্থ হল আপনার পোর্টফোলিওতে সামগ্রিক ঝুঁকি হ্রাস করার জন্য আপনার বিভিন্ন সম্পদ চয়ন করা উচিত।

তদুপরি, আপনি যে সম্পত্তি নির্বাচন করেছেন তা সময়মতো আপনার লক্ষ্য অর্জনে সহায়তা করবে তার বিষয়ে নিশ্চিত হতে হবে।

আপনাকে এখানে সহায়তা করার জন্য বিভিন্ন সম্পদ বন্টন কৌশলগুলির দিকেও নজর রাখতে হতে পারে।একটি আর্থিক পরিকল্পনা আপনাকে একটি নিরাপদ জীবিকা নির্বাহে সহায়তা করতে আজীবন সহায়ক হিসাবে কাজ করে।

এটি আপনার কাছে শিক্ষানবিস হিসাবে জটিল মনে হতে পারে।

যাইহোক, এই পদক্ষেপগুলির মাধ্যমে, আপনি নিশ্চিত করতে পারেন যে আপনার পরিকল্পনা কার্যকর এবং সহজে অনুসরণীয় ।

লেখকঃ বিশ্বজিৎ মালাকার , সিন্ধুকের পক্ষে ।

আমাদের সাথে যোগাযোগ করতে:-

WWW.SINDHUK.COM
MOBILE:9832773806
BISWAJITMALAKAR@YAHOO.CO.IN